পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

দারিদ্র্য বিমোচন সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রাপ্ত একটি কার্যক্রম। এই কার্যক্রমকে সফলভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৯৯ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পিডিবিএফ পল্লী অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ঋণদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন দক্ষতা উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিষ্ঠানের ধরণ ঃ পিডিবিএফ একটি সংবিধিবদ্ধ, স্বায়ত্ব-শাসিত অমুনাফাকাঙ্খী, আত্মনির্ভরশীল, নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য পল্লী এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ এবং জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং নারী-পুরুষের সমতার বিকাশ সাধন করা। এই লক্ষ্যকে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করার জন্য পিডিবিএফ নিম্নলিখিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ঃ

- দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার মাধ্যমে সমিতি গঠন।
- সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা ও আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণও ঋণের টাকার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক উন্নয়ন সাধন।
- ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্মল এন্টারপ্রাইজ ঋণ (SELP) কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাগরিক অধিকার, নারীর অধিকার ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সুফলভোগীদের নেতৃত্বের বিকাশ ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন।
- বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে দক্ষতা উন্নয়ন উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ।

কর্ম-কৌশল ঃ দরিদ্রদের দলগতভাবে সংগঠিত করা ,সদস্যদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা, তাদের সামাজিকভাবে সচেতন করে তোলা এবং নেতৃত্বের বিকাশে সহায়তা করা।

পটভূমি ঃ পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) সৃষ্টির গোড়ায় ছিল আরডি-২ আরপিপি, আরডি-১২, প্রকল্প এবং পল্লী বিত্তহীন কর্মসূচী। ১৯৮৪ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কানাডিয়ান সিডার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় এ প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে আসছিল। সরকারী সেক্টরে এগুলিই সর্ব প্রথম বিত্তহীন কল্যান প্রোগ্রাম যা পরবর্তীতে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) নামে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে।

ছোটাবন মহিলা সমিতির আসমা বেগমের গাভীপালন ও গরু মোটা তাজাকরন খামার

পরিচালনা পদ্ধতি ঃ এগার সদস্যের বোর্ড অব গভর্নস দ্বারা পিডিবিএফ পরিচালিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব পদাধিকার বলে বোর্ডের সভাপতি ,বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক এর সহ সভাপতি, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্য সচিব এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের নীচে নন এমন একজন কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পদাধিকার বলে উক্ত চারজন ছাড়াও অন্য সাতজন সদস্যদের মধ্যে ফাউন্ডেশনের সুফল ভোগীদের মধ্যে চারজন এবং প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি হিসাবে রয়েছেন তিন জন সদস্য। বোর্ড অব গভর্নস- এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও গঠনমূলক পরামর্শে নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পিডিবিএফ পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে পিডিবিএফ এর প্রতিটি ক্ষেত্রে Good Governance প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সাংগঠনিক ও ঋণ কার্যক্রম ঃ বর্তমানে ৬টি বিভাগের মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় ৪০৫টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসব এলাকায় ৩০,০০৭ টি সমিতিতে ১০ লক্ষ ৪১ হাজার বিত্তহীন মহিলা ও পুরুষ সদস্য রয়েছেন। (জুন, ২০১৮ পর্যন্ত)। এ উপজেলাগুলি দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ভৌগলিক এলাকাজুড়ে যেখানে দরিদ্র জনগণের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। ফাউন্ডেশনের সুফল ভোগীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা প্রায় ৯৫ শতাংশ।